12 APR 2017

যুগান্তর

প্রাথমিকে বৃত্তি পেল ৮২ হাজার ৪৫৪ জন

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এবার সর্বমোট ৮২ হাজার ৪৫৪ শিক্ষার্থী এ বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে ৪৯ হাজার ৪৫৯ জন সাধারণ এবং ৩২ হাজার ৯৯৫ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। বরাদ্দ থাকলেও ট্যালেন্টপুলের ৫টিসহ ৪৬টি বৃত্তি দেয়া হয়নি। ২০১৬ সালের পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে এই বৃত্তি দেয়া হয়েছে। বৃত্তির ফল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) ওয়েবসাইটে (www.dpe.gov.bd) পাওয়া যাচ্ছে।

মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে বৃত্তির ফল ঘোষণা করেন। এতে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত পিইসি পরীক্ষা চলবে : মন্ত্রী

এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, যত দিন পর্যন্ত মন্ত্রিসভা প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার বিষয়টি অনুমোদন না দেয়, তত দিন পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা চলবে। তবে ২০১৮ সালের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের কথা আছে। সে অনুযায়ী শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এটি বাস্তবায়নের 'গ্রাউন্ডওয়ার্ক' ও প্রস্তুতি চলছে।

গত বছর পিইসির সঙ্গে ইবতেদায়ির বৃত্তির ফলও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এবার তা করা হয়নি। তবে দু-এক দিনের মধ্যে মাদ্রাসা বোর্ড তা আলাদাভাবে প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সমন্বয়হীনতা ও দ্বন্দ্ব চলছে। তারই কারণে এমনটি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে দুই মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রীর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী। সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, এবার ট্যালেন্টপুলে ৩৩ হাজার এবং সাধারণ গ্রেডে ৪৯ হাজার ৫০০ বৃত্তি দেয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুল কোটায় বৃত্তি পেয়েছে ৩২ হাজার ৯৯৫ জন। আর সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছে ৪৯ হাজার ৪৫৪ জন। নিয়ম অনুযায়ী, সাত হাজার ৯৪৬টি ইউনিয়ন বা পৌরসভার প্রতি ওয়ার্ডে তিনজন ছেলে ও তিনজন মেয়ে সাধারণ ক্যাটাগরিতে বৃত্তি পাবে।

এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে ৪৭ হাজার ৬৭৬টি বণ্টন করা হয়। অবশিষ্ট বৃত্তির মধ্যে প্রতিটি উপজেলা/থানায় তিনটি করে ৫০৯টিতে ১৫২৭টি বণ্টন করা হয়। জেলার শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের মধ্য থেকে দেয়া হয় আরও চারটি করে ২৫৬টি। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ট্যালেন্টপুল কোটায় শিক্ষার্থীরা মাসে ৩০০ টাকা ও সাধারণ কোটায় ২২৫ টাকা করে পাবে।

এর পরও ভগ্নাংশ না মেলায় ট্যালেন্টপুলে পাঁচটি ও সাধারণ ক্যাটাগরির ৪১টি বৃত্তি দেয়া হয়নি। ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই দুই ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেয়া হতো মোট ৫৫ হাজার। গত বছর প্রথমবারের মতো তা বাড়িয়ে সাড়ে ৮২ হাজার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষানীতি প্রণয়নে শিক্ষামন্ত্রী নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই নীতি প্রণয়নে তার বোধ অসামান্য। তিনি যখন জাতির সামনে অঙ্গীকার করেছেন ২০১৮ সালের মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য করা যাবে, নিশ্চয়ই তিনি সেটা করবেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চলতি বছর জেএসসি পরীক্ষা আগের মতোই হবে। মন্ত্রিসভা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা না আসে ততক্ষণ টেক অভার করতে পারছি না।